BANGLADESH
HEALTH WATCH

পলিসি ব্রিফ । জুন ২০২২

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের পর্যালোচনা

বাজেট ২০২২-২৩

মাথাপিছু কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার এখনও মাত্র ৪৫ মার্কিন ডলার

স্বাস্থ্য ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অর্থ নাগরিকদের নিজ পকেট থেকে খরচ হচ্ছে

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাজেটের সাড়ে ৫ শতাংশের আশে-পাশেই রয়ে গেছে

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে নাগরিকদের চিকিৎসা ব্যয়ভার কমানো বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস, ১৯৯৭-২০২০ এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার (সিএইচই) মাত্র ৪৫ মার্কিন ডলার, যা দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের তুলনায় কম। আর এই অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যয়ের বৃহত্তম অংশটিই নাগরিকদের নিজেদের পকেট থেকে (প্রায় ৬৮ শতাংশ) ব্যয় করতে হচ্ছে,অথচ সরকার ব্যয় করছে মাত্র ২৩ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯ শতাংশ আসছে ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো গড়ে তাদের জিডিপির ৫.১ শতাংশ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে থাকে, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় জিডিপি'র মাত্র ২.৩৪ শতাংশ।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য অবশ্যই স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সাথে প্রাসঙ্গিক এসডিজির প্রতিটি লক্ষ্য এবং সূচকের বিপরীতে সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতি ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান। বাংলাদেশ সরকারের মধ্যমমেয়াদে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে, যার মধ্যে মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, সবার জন্য মানসম্মত ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধ খাত প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি ইত্যাদি প্রধান। করোনাকালীন বাস্তবতায় স্বাস্থ্যখাত নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। তাই মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে এই খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে সরকারের আরো গুরুত্ব দেয়া উচিত।

২০২২-২৩ বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের প্রস্তাবনা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে (অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য) মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের সাড়ে ৫ শতাংশের কম। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এ বাবদ

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত কয়েক অর্থবছরে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে তা বাড়েনি। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বরাদ্দ ২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে । স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বরাদ্দ ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১: প্রস্তাবিতসহ বিগত পাঁচ বছরের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ (২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত হিসাব)

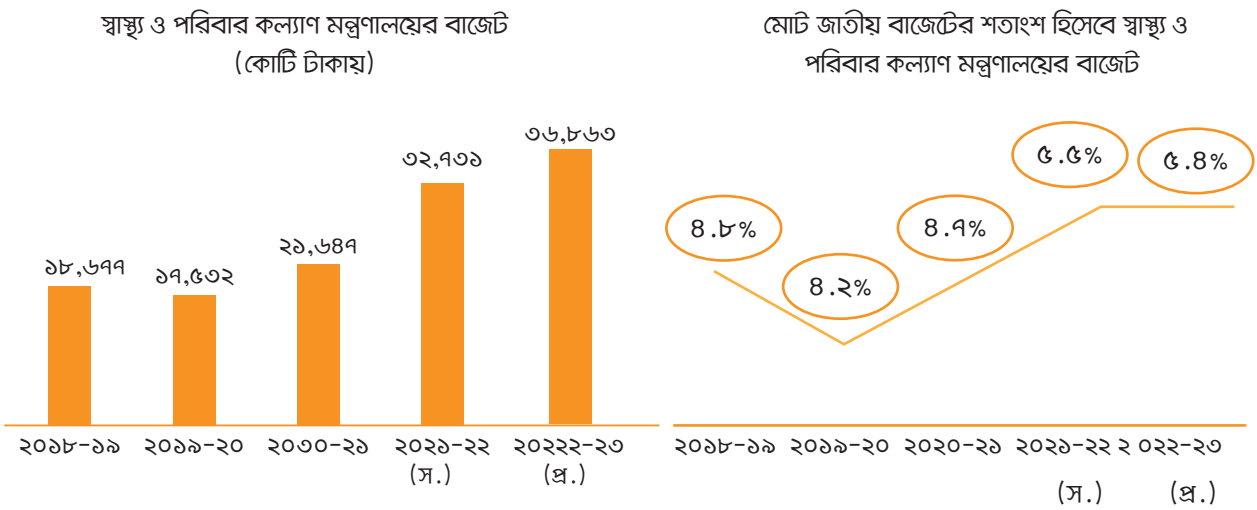

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিস্থিতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেটে শতাংশ হিসেবে উন্নয়ন ব্যয় (৫১ শতাংশ) পরিচালন ব্যয়ের চেয়ে বেশি। তবে অর্থবছরের শেষে সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়ের এই অনুপাত কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪৮ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটে তা কমে ৪৭ শতাংশ হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরের বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়নের হার গড়ে মাত্র ৫৪ শতাংশ (জুলাই-মে মাস পর্যন্ত)। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়নের হার (৭৫ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ২: স্বাস্থ্যখাতের বাজেটে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ অংশ (২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত প্রকৃত হিসাব)

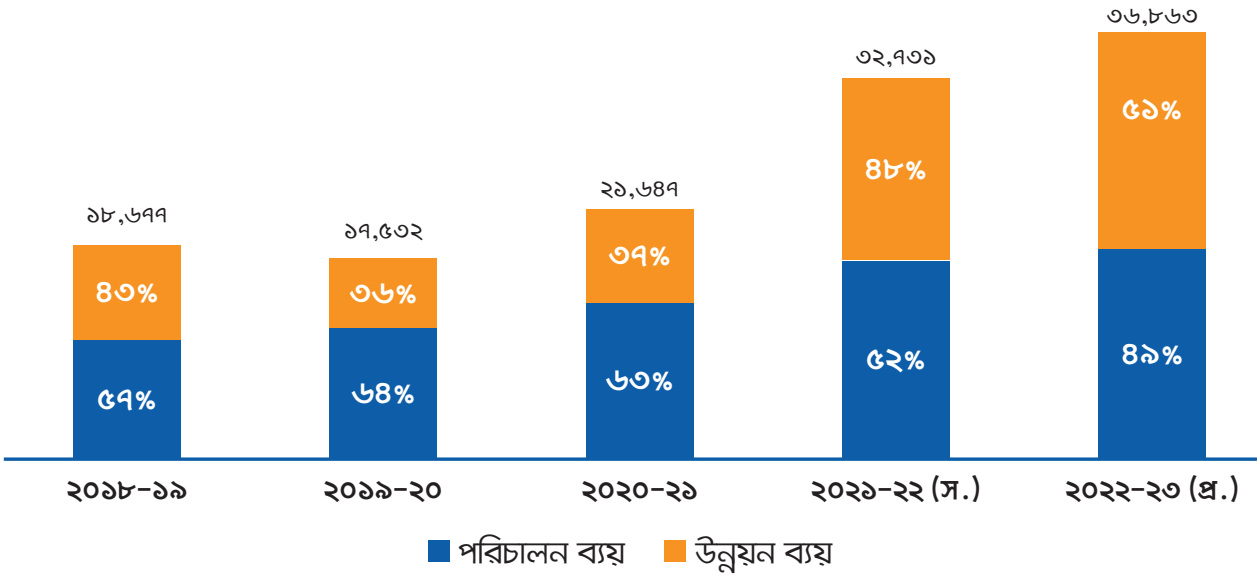

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে ধারাবাহিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দে পরিচালন ব্যয়ের অনুপাত কমে আসছে। স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের ব্যাপক ঘাটতি থাকা এবং ঔষধসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী চাহিদা অনুসারে সরবরাহ না থাকার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেটে পরিচালন ব্যয়ের অংশ ধারাবাহিকভাবে কমছে।

অন্যদিকে, করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশীজনের প্রকল্প সাহায্যের অংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ব্যয়ের ওপর গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে।

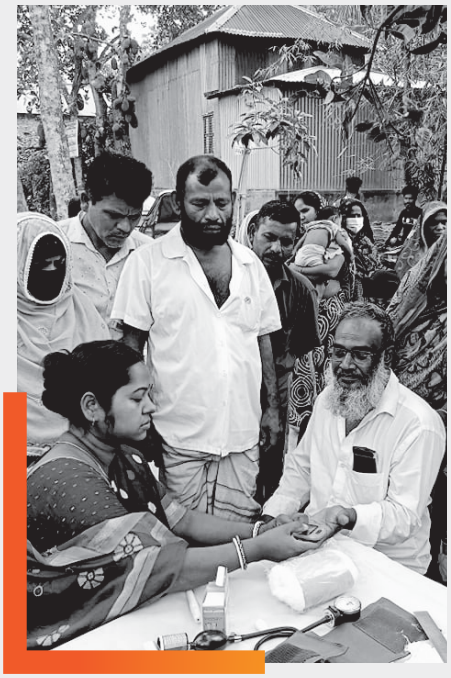

স্বাস্থ্যখাতের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি (এডিপি'র) বরাদ্দ বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় বেশ বেড়েছে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে এডিপির বরাদ্দ ৫,৪৮১ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে)। নতুন তিনটি প্রকল্পসহ মোট ৫৮টি প্রকল্প স্বাস্থ্য খাতের আওতায় রয়েছে। যার মধ্যে ১৫টি সরকারি হাসপাতালে হাসপাতালভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন উল্লেখযোগ্য। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করোনাকালীন সময়ে গৃহিত 'কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' এবং 'কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমারজেন্সি এ্যাসিসটেন্স' প্রকল্প দুটিই চলমান রয়েছে। চলতি বছরের ন্যায় প্রস্তাবিত বাজেটেও করোনাকালীন দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই খাতের এডিপির বরাদ্দে উন্নয়ন সহযোগিদের প্রকল্প সাহায্য রয়েছে প্রায় ৪৬ শতাংশ। এটা উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন সহযোগিদের প্রকল্প সাহায্য মোট সাহায্যের হিসেবে বেশি। তাই এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে বৈদেশিক ঋণ সুবিধার উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে। তাতে করে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ব্যয় যেমন বাড়ানো যাবে, তেমনি স্বাস্থ্যখাতের এডিপির বরাদ্দে হারও বাড়ানো সম্ভব হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতের বাজেট কেমন হতে পারতো?

বাজেট ২০২২-২৩ এ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দে বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জন চাহিদা এবং আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলোর অবস্থা বিবেচনায় এই খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরো উদার হওয়া যেত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এটা উল্লেখ্য যে, প্রাক-বাজেট আলোচনায় এবারের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের জন্য ৭-৮ শতাংশ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। ইতোমধ্যে অর্থবিল ২০২২ সংসদে পাস করা হয়েছে। তবে আমরা দেখছি যে, সরকার চাইলে দুটি জায়গায় বরাদ্দ বাড়িয়ে জনগণের ওপর স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ কমানো যেতো।

আমরা জানি যে, গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্যসেবার জন্য মূলত কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবহার করে থাকেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে গ্রামীণ জনগণ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধাই পেয়ে থাকেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমাতে হলে এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

চিত্র ৩: বরাদ্দে আরেকটু উদার হলে ২০২২-২৩ বছরের স্বাস্থ্য বাজেট যেমন হতো

স্বাস্থ্যের বরাদ্দ মোট বাজেটের **৫.৪ শতাংশ** (বরাদ্দ ৩৬,৮৬৩ কোটি টাকা)

স্বাস্থ্যের বরাদ্দের বর্ধিত অনুপাত **৭ শতাংশ** (বরাদ্দ ৪৭,৬৬৪ কোটি টাকা)

বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রায় **১১,০০০ হাজার** কোটি টাকা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অনুপাত **৩৪ শতাংশ** (বরাদ্দ ১২,৬৫৩ কোটি টাকা)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দের বর্ধিত অনুপাত **৪৫ শতাংশ** (বরাদ্দ ২১,৩৫৯ কোটি টাকা)

বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রায় **৯ হাজার** কোটি টাকা

স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ ৭ শতাংশ করলে এইখাতে বাজেট বাড়তো ১১ হাজার কোটি টাকা । আমরা দেখেছি যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যয়ের অনুপাত ৩৪ শতাংশ। ফলে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দের অনুপাত যদি ৪৫ শতাংশ রাখা হয় তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ অতিরিক্ত লাগবে (উল্লেখ্য, অন্যান্য স্বাস্থ্য উপ-খাতে বরাদ্দ একই রকম থাকবে)। যে বরাদ্দ দিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার জন্য জনবলের বেতন ও মজুরি এবং ঔষধ ও সার্জিক্যাল সাপ্লাই বাবদ খরচ বাড়িয়ে আরও কার্যকর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

বাড়তি বরাদ্দের সম্ভাব্য সুফল কি হতে পারে?

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিয়েলটাইম হেলথ ইনফরমেশন ড্যাশবোর্ড থেকে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনবল নিয়োগ করতে হবে। আবার, মাঠ পর্যায়ের গুণগত তথ্য বলছে, ঔষধ ও সার্জিক্যাল সাপ্লাই পর্যাপ্ত নয় জনসংখ্যার তুলনায়। ফলে, এই দুটি জায়গায় বরাদ্দ বাড়ালেই কিন্তু গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার জন্য জনগণের নিজ পকেট খরচ কমানো সম্ভব। বাজেট ও ড্যাশবোর্ডের তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের আলোচনাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে,কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল সাপ্লাই বাবদ বাড়তি ১,৩০০ কোটি টাকা লাগবে এবং নতুন জনবল নিয়োগ করার জন্য নগদ বেতন ও মজুরি বাবদ বাড়তি ৬,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এতে করে, গ্রামাঞ্চলে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিজ পকেট থেকে ব্যয়িত অংশ ৬৮ শতাংশ থেকে কমে ৫১ শতাংশে নেমে আসবে।

শেষের কথা

এই সময়ে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা বাবদ নিজের পকেট খরচ কমানো। স্বাস্থ্যখাতের এই বাড়তি প্রয়োজনীয় অর্থ অন্যান্য খাতের কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় কাটছাট করে আনা সম্ভব। বিগত বছরের স্বাস্থ্যখাতে বৈদেশিক সহায়তার চিত্র বলছে, স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাড়তি সহায়তা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকে আনাও বাংলাদেশের জন্য কঠিন হওয়ার কথা নয়। এ ক্ষেত্রে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কৌশল নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বিষয়ক এভিডেন্স-বেজড অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং **উন্নয়ন সমন্বয় যৌথ উদ্যোগে**
এই পলিসি ব্রিফটি প্রকাশ করেছে।
এটি স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণে নীতি-নির্ধারকদের সহায়তা করবে।

যোগাযোগ

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ সচিবালয়
ব্র্যাক জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়,
২৮ মহাখালি বাণিজ্যিক এলাকা, বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ।

উন্নয়ন সমন্বয়,
হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা), ২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

BANGLADESH HEALTH WATCH | BRAC JAMES P GRANT SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | BRAC UNIVERSITY Inspiring Excellence | Unnayan Shamannay